ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৫১ বছরেও তারুণ্য ধরে রাখার রহস্য জানালেন মালাইকা

পৃঃ ৫

বিতর্কিত মন্তব্যে সাবেক অজি তারকাদের তোপের মুখে গাভাস্কার

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৩৩ ● কলকাতা ● ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ১১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

অফিসারদের ধমক মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পাইপ লাইন বসাতে রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে। কিন্তু কাজ শেষে তা ঠিকমতো মেরামত করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। ওই অবস্থাতেই ফেলে রাখা হচ্ছে খোঁড়া রাস্তাকে। তাতে সাধারণ মানুষের চলাফেরা করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই অবস্থায় আবার আর একটি বিভাগ রাস্তা সারাতে এসে জলের পাইপ লাইনকেই ফাটিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এছাড়া পুলিশ সুপারদেরও কড়া নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কড়া নির্দেশ দিয়ে তাঁর তোপ, 'রাজ্য সরকার নিজের খরচে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা করেছে। ওটা জনগণের টাকা। কেন অপব্যবহার হবে? যে দফতর এটা মানবে না তার প্রধান থেকে শুরু করে হেডক্লার্ক পর্যন্ত আইনত ব্যবস্থা করা হবে। এখন থেকে গ্রামীণ রাস্তায় বড় গাড়ি যাবে না। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। আমরা নিজের খরচে রাস্তা করছি। আর কিছু লোক টাকার লোভে সেই রাস্তা দিয়ে বড় গাড়ি যাতায়াতের অনুমতি দিচ্ছে। ফলে ওই রাস্তাগুলি ভেঙে যাচ্ছে। এমনভাবে টেন্ডার করা হচ্ছে যাতে একই গ্রামে এক একজন ঠিকাদার একাধিক প্রকল্পে একাধিক জায়গায় কাজ করছে। একটা প্রকল্পের কাজ শেষ না করেই আর একটা প্রকল্পে ঢুকে গেল। কোনওটাই হচ্ছে না।'প্রশাসনের এক দফতরের সঙ্গে অন্য দফতরের সমন্বয় না থাকাতেই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। আর রাজ্য সরকারের খরচও বাড়ছে দু'বার করে একই কাজ করতে গিয়ে। এবার এই সব নিয়েই এদিন বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই দিলেন কড়া বার্তা।

এদিকে এই বৈঠকে সমস্যা সমাধানের রাস্তা বাতলে দেওয়ার পাশাপাশি সরকারি কাজে যুক্ত অফিসারদের কড়া ধমক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সরকারের একটা দফতরের সঙ্গে অন্য দফতরের সমন্বয়ের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। কেউ পাইপ ভেঙে পালাবে, মানুষ জল পাবে না, এই জিনিস চলতে পারে না। একই কাজ দু'বার করে করা যাবে না। কর্মশ্রী প্রকল্পের অধীনে বহু লোককে কাজে লাগানো হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় শ্রমিকদের কাজে লাগানো হয়েছে। মাটি কাটা এবং মেরামতে সহায়তার কাজে অদক্ষ শ্রমিকদের কাজে লাগানো হয়েছে। তার ফলে ৫ কোটি শ্রম দিবস তৈরি হয়েছে।'অন্যদিকে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের কর্তারা, প্রত্যেকটি জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপাররা। ওই বৈঠকে ধমকের সুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'সরকারের টাকা নষ্ট করতে আপনাদের কেন গায়ে লাগে না? মনে রাখবেন, ওটা জনগণের টাকা। সেই টাকা কেউ অপব্যবহার করবে, এটা আমি টলারেট করব না। যে ডিপার্টমেন্ট এটা ভাঙবে তার হেড থেকে হেড ক্লার্ক সকলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করব। ডিএমরা নিশ্চয়ই জানেন, আমি জেলায় গিয়ে সার্কিট হাউসে থাকলেও নিজের বিল মিটিয়ে আসি। খাবার খরচও দিই। যে দফতর রাস্তা খোঁড়ার পর মেরামত করছে না, তাদের উপর টাকাটা চাপবে। যে অফিসার কাজ করেছেন, তাঁর উপরেও চাপবে।'

রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ 'ইন্ডিয়া'র

নয়াদিল্লি

সংসদে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড় । এমনই অভিযোগ তুলে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনল ইন্ডিয়া জোট। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, সমাজবাদী পার্টি-সহ ইন্ডিয়া জোটের শরিক অন্যান্য বিরোধী দলগুলি সমর্থন করেছে এই প্রস্তাব।ধনকড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে গতকালই প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছিল বিরোধীরা। বিরোধী শিবিরের তরফে আরও অভিযোগ তোলা হয়েছিল, সংসদের শীর্ষ আসনে বসে সাংসদদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছেন জগদীপ ধনকড়। যা সংসদের নিয়ম বিরুদ্ধ। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যসভার রুল নম্বর ২৩৮(২) অনুযায়ী, কোনও সাংসদ নিজের বক্তৃতায় কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে পারেন না। এটা শুধু সাংসদদের ক্ষেত্রে নয়, একইভাবে প্রযোজ্য রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রেও। এই সব অভিযোগকে সামনে রেখে জগদীপ ধনকড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে।ধনকড়ের বিরুদ্ধে বিরোধী শিবির যে অনাস্থা আনতে চলেছে সে আভাষ পাওয়া গিয়েছিল গতকালই। এই অনাস্থা প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বিরোধী শিবিরের তরফে অভিযোগ তোলা হয়, রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের আসনে বসে লাগাতার পক্ষপাত করে চলেছেন ধনকড়। বিরোধী সাংসদদের কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বিরোধীরা কথা বলতে উঠতে বার বার বাধা দেওয়া হচ্ছে তাঁদের, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার দাবি জানানো হলেও তা মানা হচ্ছে না। অন্যদিকে, শাসকদলের সাংসদদের সব দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে।

লাগাতার এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিরোধী শিবির সংবিধানের ৬৭(বি) ধারায় উপরাষ্ট্রপতি তথা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব আনল। রাজ্যসভার সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করার করার কথা এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তিনি লেখেন, 'সংসদে যেভাবে পক্ষপাত করে চলেছেন চেয়ারম্যান তাতে অনাস্থা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প আমাদের কাছে নেই।' সূত্রের খবর, কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে ইতিমধ্যেই সাক্ষর করেছেন ৭০ জন বিরোধী সাংসদ।

যদি ভগবানকেও ডেকে আনতাম, তাহলেও.', উপাচার্য নিয়োগ মামলায় বলল সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দ করা নামেই শিলমোহর দিয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। বাকিদেরও দ্রুত নিয়োগ করা হবে বলে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন রাজ্যপাল। নামগুলিও দ্রুত জানিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

উপাচার্য নিয়োগ ঘিরে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে পৌঁছেছিল। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে যায় সেই সংঘাত। এবার রাজ্যের পাঠানো নামেই সই করলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য। সম্প্রতি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে নতুন করে সুর চড়ান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তারপরেই খবর যায় মমতার পাঠানো নামের তালিকায় সই করেছেন রাজ্যপাল।বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি মনমোহনের বেঞ্চে ছিল শুনানি।

মোট ৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নাম ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে রাজভবনের তরফে। সুপ্রিম কোর্ট যে সিলেকশন কমিটি তৈরি করে দিয়েছিল, সেই কমিটি অনুসারেই এগোচ্ছে পুরো প্রক্রিয়া।

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা

ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ

সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

Girl's Hostel

Boy's Hostel

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

রাজ্যে তৈরি হচ্ছে আরও ২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বিধানসভায় পাশ হল বিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শীঘ্রই রাজ্যে তৈরি হতে চলেছে আরও দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়। মঙ্গলবার বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল এ সংক্রান্ত বিল।জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেন। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মধ্যবিত্ত থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করেওই এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছেন।বিধানসভা সূত্রের খবর, হুগলি জেলার ধনেখালি এবং উত্তর ২৪ পরগণার আগরপাড়ায় তৈরি হবে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়।

হুগলিতে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রাখা হয়েছে দ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউনিভার্সিটি। আগরপাড়ায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম রাখা হয়েছে দ্য রামকৃষ্ণ পরমহংস ইউনিভার্সিটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামাঙ্কিত এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হবে হুগলি জেলার ধনেখালিতে। কালীপদ সাহা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করবে। অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগণার আগরপাড়ায় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন। এদিন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত এই বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নেন বিজেপির বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক, আনন্দময় বর্মণ, অম্বিকা রায়, শঙ্কর ঘোষ ও শাসক দলের তরুণ কুমার মাইতি, রফিকুল ইসলাম মণ্ডল, মঞ্জু বসু, মহম্মদ আলি, নির্মল ঘোষ, আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। বিলের উপর জবাবী ভাষন দেন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিজেপি বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ভাল, তবে এর পরিকাঠামোর বিষয়টি স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে আলোচনা হলে ভাল হত। অন্যদিকে শিক্ষায় বেসরকারি করণের অভিযোগে সরব হন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ। বিধানসভায় তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে রাজ্য। এ ব্যাপারে মমতার সরকার মোদীর বেসরকারিকরণ নীতিকে অনুসরণ করছে।

ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা শান্তিপুরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দূর থেকে আসছে ট্রেন। দেখেও ভেবেছিলেন বাইক নিয়ে লাইন পেরিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু পারেননি। বাইক নিয়েই ট্রেনের তলায় চলে গেলেন ব্যক্তি, ছিন্ন ভিন্ন দেহ। উড়ে গেল দেহর একাধিক অংশ। সাত সকালে মর্মান্তিক ঘটনা শান্তিপুরের গোবিন্দপুর কালীবাড়ি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম শঙ্কর রায় (৪৫)।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান পরিবারের লোকজন। অন্যদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলেযায় শান্তিপুর থানার পুলিশ এবং রেল পুলিশ। উভয়ের সাহায্যে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। অন্যদিকে ট্রেনটি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় ট্রেন চলাচলেও কিছুটা বিঘ্ন ঘটে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গোটা গোবিন্দপুর জুড়ে রেললাইনে কোন গার্ডওয়াল না থাকার কারণে এর আগেও দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাঁদের দাবি অবিলম্বে রেল কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত ছোট বড় গলি রয়েছে, সেই গুলিগুলোকে গার্ডওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হোক।পেশাই কাপড় ব্যবসায়ী। বাড়ি গোবিন্দপুর বিবেকানন্দনগর এলাকায়।

জানা গিয়েছে, শান্তিপুর স্টেশন থেকে সকাল ৮ টায় প্রতিদিন একটি লোকাল ট্রেন কৃষ্ণনগরের দিকে রওনা দেয়। ঠিক সেই মতো শান্তিপুর স্টেশন থেকে ওই লোকাল ট্রেন কৃষ্ণনগরের দিকে যাচ্ছিল। গোবিন্দপুর কালীবাড়ির সংলগ্ন রেলগেট পার হয়ে যখন ট্রেনটি যাচ্ছিল, তখনই মোটরবাইক নিয়ে আচমকা ট্রেনের তলায় পড়ে যান ওই ব্যক্তি। ব্যবসা সূত্রেই সকালে সুতো নেওয়ার জন্য মহাজনের বাড়ি গিয়েছিলেন তিনি।ট্রেনের আওয়াজ শুনতে না পাওয়াই একটি ছোট গলি দিয়ে তিনি রেললাইন পার হচ্ছিলেন। ঠিক তখনই আচমকা ট্রেনটি সজোরে ধাক্কা মারে তাঁকে। মোটরবাইকও ট্রেনের তলায় পড়ে যায়। ট্রেনে হিঁচড়ে তাঁকে অনেকটা দূরে নিয়ে যায়। শরীরের অধিকাংশ জায়গা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাঁর।

মিলেট-ভিত্তিক পণ্যের প্রসার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

খাদ্য তালিকায় মিলেট-কে আরও বেশি তুলে ধরতে এবং মূল্য সংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত সরকার ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষ মেয়াদী মিলেট-ভিত্তিক পণ্যের উৎপাদন সংযুক্ত উৎসাহদান প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এজন্য বরাদ্দ হয়েছে ৮০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের সুবাদে বিনিয়োগের সীমা উঠে যাওয়ায় আরও বেশি সংখ্যক আবেদনকারী সুবিধা নিতে পারেন। এক্ষেত্রে শর্ত হ'ল-ভিত্তি বর্ষের তুলনায় বছর-বছর ভিত্তিতে বিক্রয়ের পরিমাণ অন্তত ১০ শতাংশ বৃদ্ধি হতে হবে। ব্যান্ডেড এবং চটজলদি খাওয়ার কিংবা রান্না করার উপযুক্ত ও ওজনের ১৫ শতাংশের বেশি মিলেট সামগ্রী রয়েছে, এমন প্যাকেটের বিক্রিতে জোর দেওয়া হচ্ছে এই প্রকল্পের আওতায়। সূচনায় এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয় ৩০টি সংস্থা। একটি সংস্থা পরবর্তীতে প্রকল্প থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুযায়ী, মিলেট-ভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশে চাষ হওয়া মিলেট ব্যবহার করতে হবে। ৫ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের আওতায় সূচনাবর্ষ অর্থাৎ ২০২২-২৩ সালে সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরতে হবে ২০২৩-২৪ সময়কালে আবেদন করার জন্য। ইতিমধ্যেই ১৯টি সংস্থা এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে এবং উৎসাহদান কর্মসূচির আওতায় দেওয়া হয়েছে ৩.৯১৭ কোটি টাকা। প্রকল্পটিকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে একটি পোর্টাল করে তোলা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট কর্মীগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। নিয়মিত নজরদারি ও প্রযুক্তিগত সহায়তারও ব্যবস্থা করেছে সরকার। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিমন্ত্রী শ্রী রভনীত সিং ভিট্টু।

আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন ২৫ লক্ষ নাগরিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ড প্রকল্পের সূচনা হওয়ার ২ মাসের মধ্যে ২৫ লক্ষ নাগরিক এর জন্য আবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৯ অক্টোবর এই প্রকল্পের সূচনা করেন। ইতোমধ্যে ৭০ এবং তার অধিক বয়সের ২২,০০০-এর বেশি প্রবীণ নাগরিক এই প্রকল্পের সুবিধা লাভ করেছেন। এর আওতায় ৪০ কোটি টাকার বেশি চিকিৎসা হয়েছে। মূলত করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, হিপ ফ্র্যাকচার/রিপ্লেসমেন্ট, গল ব্লাডার অপারেশন, চোখের ছানির অপারেশন, প্রস্টেট গ্লান্ড, স্ট্রোক, হেমোডায়ালিসিস, জ্বর এবং অন্যান্য নানা ধরনের অসুখের চিকিৎসা প্রবীন নাগরিকরা বিনামূল্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে করাতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৯ অক্টোবর আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (এবি পিএম-জেএওয়াই) প্রকল্পের আওতায় ৭০ এবং তার অধিক বয়সীর নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা করেন। এর ফলে সংশ্লিষ্ট বয়সের প্রবীন নাগরিকরা আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ড সংগ্রহ করা শুরু করেন, যার মাধ্যমে তাঁরা স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। ৭০ এবং তার অধিক বয়সী প্রবীণ নাগরিকরা এই কার্ডের সাহায্যে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন। এক্ষেত্রে কোনো আর্থ-সামাজিক বিষয় বিবেচনা করা হয় না। যেসব পরিবার ইতোমধ্যেই এবি পিএম-জেএওয়াই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত, সেই পরিবারগুলি প্রবীন নাগরিকদের চিকিৎসার জন্য প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা পাবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্প-সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেল' স্কিম (সিজিএইচএস), প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্প-ইসিএইচএস এবং সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর যেসব সদস্য পৃথক স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতাধীন, তাঁরা প্রয়োজনে এবি পিএম-জেএওয়াই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে যে প্রকল্পে তাঁরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সেই প্রকল্প থেকে বেড়িয়ে যেতে হবে। এছাড়াও কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগমের আওতাভুক্ত নাগরিকরা এবং বিভিন্ন বেসরকারী স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পে যাঁরা ইতোমধ্যেই নাম নথিভুক্ত করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এবি পিএম-জেএওয়াই-এর সুবিধা পেতে পারেন।

এই কার্ডের সাহায্যে প্রবীণ নাগরিকরা প্রায়

এরপর ৩ পাতায়

ভান্ডারহাটিতে নাকা চেকিংয়ের সময় বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ উদ্ধার

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি

ধনিয়াখালি থানার ভান্ডারহাটির তালসারি মোড়ে গতকাল গভীর রাতে ধনিয়াখালি থানার ওসি কৌশিক দত্তের নেতৃত্বে নাকা চেকিং এর সময় একটি চারচাকা গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালালে পুলিশ প্রায় চারশো লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করে। বেআইনি মদ পাচারের অভিযোগে সনু ওরাং নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করে, তার বাড়ি সিঙ্গুর থানা এলাকায় বলে জানা গেছে। পুলিশ মদ সহ গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে ধৃত ব্যক্তিকে আজ চুঁচুড়া আদালতে পেশ করে।

আবাস নিয়ে মমতার ধমকের পরই শুরু 'অ্যাকশন', বালুরঘাট পুরসভাজুড়ে পরিদর্শনে আধিকারিকরা

বালুরঘাট

আবাস যোজনার কাজ ঠিক মতো চলছে কি না, উপভোক্তারা কাজ শুরু করছেন কি না তা খতিয়ে দেখতে উপভোক্তাদের বাড়ি ঘুরে দেখলেন বালুরঘাট পুরসভার পুরধ্যক্ষ অশোক মিত্র ও কর্মকর্তারা। মঙ্গলবার পুরসভার ১৩, ১৪ এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে যান তাঁরা। কিছু উপভোক্তাদের জলদি কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন পুরসভার আধিকারিকরা।একটি বাড়িতে গিয়ে আধিকারিকরা দেখেন, মার্চ মাসে টাকা পাওয়ার পরও এক উপভোক্তা কাজ শুরু করেননি। তিনি সাফাই দিয়েছেন, ছেলে অসুস্থ থাকায় কাজ শুরু করতে পারেননি। অশোকবাবু দ্রুত কাজ শুরুর নির্দেশ দেন। উপভোক্তাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে কি না তাও জানতে চান।

এই প্রসঙ্গে অশোক মিত্র বলেন, "সব জায়গায় ঠিক মতো কাজ চলছে কি না তা ঘুরে দেখলাম আমরা। সবাই কাজ শুরু করেছেন। কয়েকজন উপভোক্তা তা করেননি। সেই সংখ্যাটা হাতে গোনা। তাঁদের আগামী সাত দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। কাজ শুরু না হলে টাকা ফেরত চাওয়া হবে, না দিলে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।" সম্প্রতি গ্রামীণ আবাস যোজনার সমীক্ষা করেছে রাজ্য। যার পুরো টাকা দেবে রাজ্য সরকার। তবে কিছু জায়গায় তালিকা সামনে আসতে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আবাস নিয়ে কোনও অভিযোগ বরদাস্ত করবেন না তিনি। এই আবহে শহুরে এলাকায় চলা আবাস প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে পথে নামল বালুরঘাট পুরসভা।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বার শহরে ১২৫ জন উপভোক্তা বাড়ি তৈরির টাকা পাচ্ছেন। পুরসভার পক্ষ থেকে পৌনে ২ কোটি টাকার ফান্ড রিলিজ করা হয়েছে। টাকা পাওয়ার পর উপভোক্তা বাড়ি বানানোর কাজ শুরু করেছেন কি না, করলে তার অগ্রগতি কতটা হয়েছে তা খতিয়ে দেখেন পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

ভারতের প্রতিনিধি পরিষদের প্রথম বৈঠকের স্মরণে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের বিবৃতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমরা আমাদের জাতির গণতন্ত্রের পথে যাত্রার এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণকে স্মরণ করে আজ এই পবিত্র সদনে সমবেত হয়েছি। ১৯৪৬ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হওয়ার পর আজকের দিনেই পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেই ভারতের সংবিধান রচনার গুরু দায়িত্ব পালনের কাজ, সদস্যরা শুরু করেন। আমাদের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মূল্যবান দলিল এই সংবিধান। প্রতিনিধি পরিষদের প্রথম সভার পৌরোহিত্য করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ সিনহা। তিনি ছিলেন পরিষদের প্রবীণতম সদস্য এবং ভারতের প্রবীণতম সাংসদ। ১৯১০ সাল থেকে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এবং পরবর্তীতে ১৯২১ সালে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসম্বলির সদস্য হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রতিনিধি পরিষদকে আমেরিকা, চীন এবং অস্ট্রেলিয়া শুভেচ্ছাবার্তা পাঠায়। পরিষদের তদানিন্তন চেয়ারম্যান সেই বার্তা তিনটি সভায় পাঠ করে শোনান। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডঃ বি আর আম্বেদকর, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো বিশিষ্ট জনদের নেতৃত্বে পরিষদ নানাবিধ বিতর্কের মধ্যে দিয়ে খসড়া প্রস্তুত করে, যা এক স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা হয়ে ওঠে। তাঁরা এক অবিচল অঙ্গীকারের মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এবং আদর্শগত মতভেদকে সরিয়ে দেশ গড়ার মানসিকতা অগ্রাধিকার পেয়েছিল। এই কক্ষ, রাজ্যসভা সংবিধানের সেই নীতির কারণে তাঁর শক্তি অর্জন করেছে। সংসদের সদস্য হিসেবে আমাদের কর্তব্য হল এই নীতিগুলিকে অনুসরণ করা এবং রক্ষা করা, যাতে যাঁরা এই নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, তাঁদের আকাঙ্খাকে আমরা পূরণ করতে পারি। আসুন আমরা প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং অধ্যবসায়ের থেকে অনুপ্রাণিত হই। গঠনমূলক আলোচনা এবং পারস্পরিক সম্মানের যে মূল্যবোধ তাঁদের বিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে, সেগুলি আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

আমরা আমাদের ইতিহাসের এই পবিত্র মুহূর্তটিতে স্মরণ করে আবারও ভারতের জনগণের জন্য সৎ ভাবে পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে সেবা করার শপথ গ্রহণ করছি। আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পথ চলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাকে বিবেচনা করে, আমাদের কাজগুলি যাতে উদাহরণের সৃষ্টি করে, তা নিশ্চিত করতে আসুন আজ আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনোভাব থেকে একে অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব। মাননীয় সদস্যরা, সংসদীয় কার্যক্রমকে এক উন্নত স্তরে পৌঁছে দেবেন এবং সারা দেশের সকল পরিষদীয় সদস্যের কাছে আদর্শ হয়ে উঠবেন বলে আমি আশাবাদী।

১-ম পাতার পর

যদি ভগবানকেও ডেকে আনতাম, তাহলেও.', উপাচার্য নিয়োগ মামলায় বলল সুপ্রিম কোর্ট

রাজ্যপালের তরফে অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানি জানিয়েছেন, তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হোক, তাহলেই ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা সম্ভব হবে। রাজ্যের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি দাবি করেন, একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হোক। এক সময় কেন লাগছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।শুনানি চলাকালীন এক আইনজীবী সিলেকশন কমিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই থামিয়ে দেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। তিনি বলেন, "কমিটি বা প্রক্রিয়া নিয়ে কোনও আবেদন করবেন না। আপনার যা বলার আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে পারেন। আমরা আর কোনও অভিযোগ শুনব না।" এই প্রসঙ্গেই বিচারপতি বলেন, "আমরা জানি, আমরা যদি ভগবানকেও ডেকে এনে সিলেকশন কমিশনের চেয়ারে বসাতাম, তাহলেও আপত্তি থাকত।"

২ পাতার পর

আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন ২৫ লক্ষ নাগরিক

২,০০০ রকমের চিকিৎসা করাতে পারবেন। আগ্রহী ব্যক্তিরা আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ড পাওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে নিজেদের নাম নিবন্ধিত করতে পারেন। তাঁরা এই প্রকল্পে তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলিতে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। এছাড়াও গুগল প্লে-স্টোর থেকে আয়ুষ্মান ভারত অ্যাপ ডাউনলোড করে অথবা http://www.beneficiary.nha.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী ব্যক্তিরা নিজেরাই এই প্রকল্পে যুক্ত হতে পারেন। ১৪৫৫৫ নিঃশুল্ক নম্বরে ফোন করে অথবা ১৮০০১১০৭৭০ নম্বরে মিসড কল দিয়ে আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ড সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উদীয়মান রাজস্থান বিশ্ব বিনিয়োগ শিখর সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ উদীয়মান রাজস্থান বিশ্ব বিনিয়োগ শিখর সম্মেলন ২০২৪ এর উদ্বোধন করেন। রাজস্থানের জয়পুরের প্রদর্শনী ও সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব বাণিজ্য এক্সপো-রও সূচনা করেন তিনি। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এই সমারোহের সফল আয়োজনের জন্য সেখানকার রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানান। ভারতে বাণিজ্য পরিমণ্ডল নিয়ে সারা বিশ্বের লগ্নিকারীরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। এই দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিকাশের মূল মন্ত্র হ'ল - সম্পাদন, পরিবর্তন ও সংস্কার। এই কথা পুনরায় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার সাত দশক পর ভারত বিশ্বের একাদশতম বৃহৎ অর্থনীতি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, বিগত এক দশকে এই দেশ বড় অর্থনীতিগুলির মধ্যে পঞ্চম স্থানে এসে গেছে। এই সময় ভারতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত দশকে ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আগের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। পরিকাঠামো খাতে লগ্নির পরিমাণ ২ ট্রিলিয়ন থেকে বেড়ে হয়েছে ১১ ট্রিলিয়ন টাকা। ভারতের এই উন্নয়নের চালিকাশক্তি হ'ল - গণতন্ত্র, জনবিন্যাস, ডিজিটাল ডেটা এবং পরিষেবা প্রদানে দক্ষতা। এই দেশ মানবতার কল্যাণকে মূল দর্শন করে এগিয়ে চলেছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। কেন্দ্রে সুস্থায়ী সরকার গড়ে তোলার জন্য দেশের নাগরিকদের প্রশংসা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সনাতন ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে ভারত যেভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তার কৃতিত্ব দেশের যুবশক্তির। দেশের জনবিন্যাসে তারুণ্যের অনুপাত বেশি হওয়া ভারতের কাছে অত্যন্ত ইতিবাচক একটি বিষয় এবং সরকার সেদিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। শ্রী মোদী বলেন, বিগত দশকে ভারতের তরুণ প্রজন্ম প্রযুক্তি ও তথ্য ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই শতক প্রযুক্তি এবং তথ্যের দ্বারাই চালিত। বিগত দশকে এদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ গুণ বেড়েছে এবং ডিজিটাল লেনদেনে নতুন নজির তৈরি হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ প্রতিটি ক্ষেত্র ও জনগোষ্ঠীকে কিভাবে উপকৃত করতে পারেন, বিশ্বের সামনে তা তুলে ধরেছে ভারত। এ প্রসঙ্গে তিনি ইউপিআই, সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর, সরকারি বৈদ্যুতিন বিপণন কেন্দ্র, ডিজিটাল বাণিজ্যের মুক্ত মঞ্চ বা ওএনডিভিসি-র কথা তুলে ধরেন। প্রযুক্তিগত এইসব উদ্যোগ রাজস্থানকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল নীতির কারণে রাজস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন। কিন্তু, বর্তমান সরকারের দূরদর্শিতার সুবাদে এই রাজ্য শুধুমাত্র বিকাশশীলই নয়, বিনিয়োগে নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র হয়ে উঠেছে বলে তিনি মনে করেন। উন্নয়নের কাজে ঐ রাজ্য সরকারের উদ্যোগের ভুয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। রাজস্থান তামা, দস্তা, চুনাপাথর, গ্রানাইটের মতো খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং স্বনির্ভর ভারত গঠনের প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক রাজ্য বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন। ভারতের শক্তি নিরাপত্তার প্রশ্নে এই রাজ্যের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দশকের শেষ নাগাদ সারা দেশে পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে ৫০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রাজস্থান রাজ্যটি দিল্লি ও মুম্বাইয়ের মতো বড় বাণিজ্য কেন্দ্রের নিকটবর্তী এবং সেখানে সড়ক ও রেল যোগাযোগ আরও জোরদার করে তোলায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রসঙ্গ উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। পর্যটনের ক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী দেশের পর্যটন মানচিত্রে রাজস্থানের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কথা মনে করিয়ে দেন। বিশ্ব সরবরাহ ও মূল্য শৃঙ্খলের বিষয়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতকে উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র করে তোলা সারা বিশ্বের পক্ষেই অত্যন্ত জরুরি। উৎপাদন ক্ষেত্রে গতি আনতে ভারত সরকারের উৎপাদন সংযুক্ত উৎসাহদান প্রকল্পের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী। তিনি আরও বলেন, এই কর্মসূচির সুবাদে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের পালেও হাওয়া লেগেছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে রাজস্থানের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন তিনি। অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে রাজস্থানের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই শিখর সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ রয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে তাঁর সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রায় ৫ কোটি ক্ষুদ্র সংস্থা দেশের সংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ার ফলে ঋণের সুযোগ পেতে চলেছে খুব সহজেই। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সরকারের ঋণ সংযুক্ত জামিন প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বিগত দশকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে -২০১৪'র ১০ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে এখন তা ২২ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নত ভারত ও উন্নত রাজস্থানের স্বপ্ন সফল হয়ে উঠবে বলে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যয়ী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের রাজ্যপাল শ্রী হরিভাউ কিষাণরাও বাগদে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভজনলাল শর্মা প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী: বর্তমানে ভারত অগ্রসর হচ্ছে তার নিজস্ব জ্ঞান, ঐতিহ্য এবং বর্ষপ্রাচীন শিক্ষার ভিত্তিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে গুজরাটে রামকৃষ্ণ মঠ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন। সমাবেশে ভাষণে শ্রী মোদী শুভেচ্ছা জানান প্রণম্য শ্রীমৎ স্বামী গৌতমানন্দজী, দেশ বিদেশ থেকে আগত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রণম্য সন্ন্যাসী, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জনকে। শ্রী মোদী শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন দেবী সারদা, গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দকে। তিনি বলেন যে, আজকের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মবার্ষিকীতে এবং তাঁকে শ্রদ্ধা জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মহান ব্যক্তিত্বদের প্রাণশক্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বে ইতিবাচক কাজ নির্মাণ এবং গঠন করে চলেছে'। তিনি আরও বলেন যে, স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মবার্ষিকীতে লেখাম্বায় নবনির্মিত প্রার্থনা গৃহ এবং একটি সাধু নিবাস নির্মাণ ভারতের সন্ত ঐতিহ্যকে লালন করবে। শ্রী মোদী বলেন, সেবা এবং শিক্ষার একটি যাত্রা শুরু হচ্ছে, যা আগামী প্রজন্মের কল্যাণ করবে। তিনি আরও বলেন যে, শ্রী রামকৃষ্ণদেব মন্দির, দরিদ্র ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস, বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্র, হাসপাতাল এবং পর্যটকদের নিবাসের মতো মহান কাজ আধ্যাত্মিকতা প্রচার ও মানবতার সেবার কাজের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। তিনি সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গ এবং আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে থাকতে পছন্দ করেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

সানন্দের সঙ্গে জড়িত স্মৃতি রোমন্থন করে শ্রী মোদী বলেন, বহু বছরের অবহেলার পরে এই অঞ্চল বর্তমানে বহু প্রতীক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাক্ষী থাকছে। তিনি বলেন যে, সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ ও সরকারের প্রয়াস এবং নীতি এই উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সমাজের চাহিদারও বদল ঘটে জানিয়ে শ্রী মোদী তাঁর ইচ্ছে প্রকাশ করে বলেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সানন্দকে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের কেন্দ্র হয়ে উঠতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারসাম্যের জীবনের সঙ্গে অর্থের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতাও সমান জরুরি। শ্রী মোদী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের সাধু এবং সন্ন্যাসীদের পথ প্রদর্শনায় সানন্দ এবং গুজরাট সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে।

গাছের ফলের সম্ভাবনা নিহিত থাকে তার বীজে, জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রামকৃষ্ণ মঠ হল সেই বৃক্ষ যার বীজ স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান অধ্যাত্ম পুরুষের অসীম প্রাণশক্তি বহন করছে। তিনি আরও বলেন যে, নিরন্তর প্রসারের এটাই কারণ এবং মানবতার ওপর এর যা প্রভাব তা অনন্ত এবং অসীম। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে রামকৃষ্ণ মঠের কেন্দ্রে যে ভাবনা রয়েছে তাকে বুঝতে হলে স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে হবে এবং তাঁর আদর্শে জীবনযাপন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, তিনি যখন সেই আদর্শে জীবনযাপনের প্রণালী শিখেছেন তখনই নিজেই সেই পথ প্রদর্শক আলোর সন্ধান পেয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে, মঠের সন্ন্যাসীরা খুব ভালোভাবেই জানেন, রামকৃষ্ণ মিশন এবং তাঁর সন্ন্যাসীরা স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা সহ কিভাবে তাঁর জীবনে দিশানির্দেশ করেছে। শ্রী মোদী বলেন যে, সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদে তিনি স্বাভাবিকভাবেই মিশনের অনেক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ২০০৫-এ পূজ্য স্বামী আত্মস্থানন্দজীর অধীনে থাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে বদোদরার দিলারাম বাংলো হস্তান্তরের স্মৃতি রোমন্থন করে শ্রী মোদী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দও এখানে দিন কাটিয়েছেন।

এই কর্মসূচিতে এবং মিশনের অনেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারার সুযোগ পেয়েছেন বলে তিনি জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, আজ সারা বিশ্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ২৮০-র বেশি শাখা আছে এবং রামকৃষ্ণ দর্শনের অনুসারী প্রায় ১২০০ আশ্রম আছে ভারতে। তিনি আরও বলেন, এই আশ্রমগুলি কাজ করছে মানবতার সেবা করার সংকল্পের ভিত্তি হিসেবে এবং গুজরাট বহু দিন ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবার সাক্ষী হয়ে আসছে। তিনি সেই ঘটনাগুলির উল্লেখ করেন, বহু দশক আগে যখন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে জড়িত মানুষরা এগিয়ে এসে সুরাতের বন্যা পীড়িতদের হাত ধরে ছিলেন, মোরবির বাঁধ দুর্ঘটনার পরে, ভুজে ভূমিকম্পের ফলে বিপর্যয়ের পরে এবং যখনই গুজরাটে কোনো বিপর্যয় নেমে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী ভূমিকম্পের সময়ে বিধ্বস্ত ৮০-টিরও বেশি বিদ্যালয় পুনর্গঠনে রামকৃষ্ণ মিশনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং বলেন যে, গুজরাটের মানুষ এখনও সেই সেবা মনে রেখেছেন এবং সেখান থেকেই অনুপ্রেরণাও পাচ্ছেন।

গুজরাটের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক সম্পর্কের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, গুজরাট তাঁর জীবনযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তিনি আরও জানান, স্বামী বিবেকানন্দ গুজরাটের অনেক জায়গায় গিয়েছিলেন এবং গুজরাটেই স্বামীজী প্রথম জানতে পারেন শিকাগোর বিশ্ব মহা ধর্মসম্মেলন সম্পর্কে। তিনি আরও বলেন যে, গুজরাটেই তিনি অনেক পুঁথির গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন এবং নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন বেদান্ত প্রচারে। শ্রী মোদী বলেন, ১৮৯১-তে স্বামীজী বেশ কয়েক মাস থেকেছিলেন পোরবন্দরের ভোজেশ্বর ভবনে এবং তৎকালীন গুজরাট সরকার সেই বাড়িটি রামকৃষ্ণ মিশনকে দেয় স্মারক মন্দির নির্মাণ করার জন্য। শ্রী মোদী স্মৃতি রোমন্থন করে জানান, ২০১২ থেকে ২০১৪ গুজরাট সরকার স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০ তম

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩৩৩ সংখ্যা ১১ ডিসেম্বর, ২০২৪ বুধবার ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

দিল্লীতে বায়ু দূষণ নিয়ে দিল্লীর রেল স্টেশনে স্বপন দত্ত বাউল গানে সচেতনে মুখর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

১০ ই ডিসেম্বর ২০২৪ এ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে রেল স্টেশনে স্বপন দত্ত বাউল নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে দিল্লীর পরিবেশ কে দূষণ মুক্ত করতে লোক নৃত্য করে , বাউল গানে বিভোর বাংলার স্বপন বাউল কখনো হিন্দীতে, কখনও বাংলায় গানে ও বক্তব্যে । দিল্লীর পরিবেশের বায়ু দূষণ নিয়ে দিল্লীর জনগন ও দিল্লীর সরকারকে সচেতন করে দিল্লীতে জনগণের কাছে প্রশংসা পেলো নিউ দিল্লী রেল স্টেশনে। অনেকেই স্বপন বাউলকে প্রশ্ন করে কেন এই সচেতন ? স্বপন বাউল বলেন কারণ বায়ু দূষণ ধোঁয়ায় দিল্লী ভরে গেছে। মানুষের শ্বাসকষ্ট বাড়বে পরিবেশ প্রকৃতি ও মানুষের সকলেরই ক্ষতি হবে দিল্লীর জনগণকে বায়ু দূষণ থেকে রক্ষা করতে আমার এই সচেতন। কেউ বলেন কত টাকা পাবেন ? স্বপন বাউল বলেন নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে দিল্লীকে পরিবেশ দূষণ ও বায়ু দূষণ থেকে রক্ষা করতে বাউল গানে সচেতন করতে এসেছি সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে । ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডঃ স্বপন দত্ত বাউল কে সুদূর পশ্চিম বাংলার খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে দিল্লীতে ছুটে গিয়ে দিল্লীর জনগণকে বায়ু দূষণ থেকে মুক্ত করতে গানে গানে সচেতন করতে দেখে দিল্লীর জনগন মুগ্ধ। দিল্লিতে অনেকেই বলেন এমন নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতন এর বাউল শিল্পীর ভারতে জুরি মেলা ভার।

সম্পাদকীয়

বোসের ডাকে রাজভবনে গিয়ে দেখা করলেন মমতা, নেপথ্যে কোন সমীকরণ?

আপাতত শান্তিকল্যাণ? রাজভবন আর নবান্নের 'পরিবর্তিত' সম্পর্ক দেখে প্রশ্ন ঘুরছে বাংলার মনে।তবে এই 'সুসম্পর্ক' কত দিন থাকবে? ২০২৬ সালে রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তৃণমূল বা বিজেপি কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। ফলে নাটকীয় কোনও পরিস্থিতি বদল না হলে মোদী-মমতার রাজনৈতিক দ্বৈরথ সময়ের অপেক্ষা বলেই অনেকে মনে করেন। তেমন হলে, রাজভবনের ভূমিকাও আবার বদলাবে না কি?মাস সাতেক আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, ডাকলেও তিনি রাজভবনে যাবেন না। রাজ্যপালের দরকার হলে তিনি রাস্তায় বসে কথা বলবেন, তবু রাজভবনে নয়। তার পর গত ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবসের বিকেলে প্রথামাফিক রাজভবনে গেলেও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে কিছুটা এড়িয়েই চলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কিন্তু সোমবার বিকেলে সেই তিনিই আবার রাজভবনে গেলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা কথা বললেন রাজ্যপালের সঙ্গে। সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে কথা হয়েছে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে। ঘটনাপরম্পরা দেখে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলে কৌতূহল, কী এমন ঘটল যে, রাজভবন এবং নবান্নের 'সংঘাত' বা 'দূরত্ব' কাটছে বলে মনে হচ্ছে?

এ বছর লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই বাংলার চার বিধানসভায় উপনির্বাচন হয়েছিল। বিজয়ী তৃণমূল প্রার্থীরা রাজভবনে যেতে চাননি শপথ নিতে। এঁদের মধ্যে বরাহনগরে জয়ী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় 'নিরাপত্তার' কথা তুলেছিলেন। কিন্তু সেই চার জনের শপথ নিয়ে বিধানসভা-রাজভবনের বিস্তর দড়ি টানাটানি চলে। শেষ পর্যন্ত রাজ্যপালকে 'উপেক্ষা' করেই বিধানসভায় শপথ নিয়েছিলেন সায়ন্তিকারা। কিন্তু সদ্য হওয়া ছ'টি বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজয়ীদের শপথের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হল না। বোস নিজে বিধানসভায় গিয়ে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ হয় মসৃণ ভাবে।তার পর বাংলা আবার 'উলটপুরাণ' দেখল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্র দীর্ঘ দিন ধরে রাজভবন এবং নবান্নের মধ্যে 'যুদ্ধক্ষেত্র' হয়ে ছিল। ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্যকে, তাতেও অনুমোদন মিলে গিয়েছে। তার দু'দিনের মধ্যেই দেখা গেল, মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে এলেন। যা 'শৈত্য' কাটার লক্ষণ।

রাজ্যপাল বোস দিল্লির 'বার্তা' না পেয়ে কিছু করেন না। বস্তুত, রাজ্যপালের নিয়োগকর্তা হল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই রাজ্যপাল আবার স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর 'আস্থাভাজন' বলে শোনা যায়। অর্থাৎ, তিনি যা বলেন বা করেন, 'রাজধানীর বার্তা' পেয়েই করেন। মমতা তথা রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতের পথ ছেড়ে 'সমন্বয়ের' যে আবহ তৈরি করছেন রাজ্যপাল, তার নেপথ্যেও কি 'দিল্লির বার্তা' রয়েছে? তা হলে কি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্কের কিঞ্চিৎ হলেও 'উন্নতি' হয়েছে? এ বিষয়ে সদুত্তর কেউ দিতে পারছেন না। তবে কিছু সূচক দেখে বোঝার চেষ্টা করছে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহল।সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী একটি সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন, চাইলে তিনিই বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র নেতৃত্ব দিতে পারেন। এমনকি, তার জন্য দিল্লি যাওয়ারও দরকার নেই, বাংলায় বসেই তিনি তা করতে পারেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন মমতা, যা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে গত তিন-চার দিন ধরে আলোচনা হচ্ছে। কংগ্রেসকে 'বিড়ম্বনায়' ফেলা মমতার ওই মন্তব্যে কেন্দ্রীয় বিজেপি খানিকটা 'উস্কানি'ই দিচ্ছে। রসিকজনেরা যাকে আরও একটু এগিয়ে 'রাজনৈতিক সুড়সুড়ি' বলতে চাইছেন। কারণ, এই মুহূর্তে কংগ্রেসই প্রধান বিরোধী দল। লোকসভায় রাহুল গান্ধী বিরোধী দলনেতা। তাঁকেই 'নেতা' হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। এ কথা ঠিক যে, দেশে অর্ধেকের বেশি লোকসভা আসনে লড়াই হয় বিজেপির আর কংগ্রেসের মধ্যেই। দেশের আর কোনও দলের সেই ব্যাপ্তি নেই। জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিজেপির কাছে তৃণমূলের তুলনায় কংগ্রেসই 'অনেক বড় লক্ষ্যবস্তু'। সেই কংগ্রেস যে বিরোধী পরিসরের নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেখানে মমতা যদি নেতৃত্ব দাবি করেন, বিরোধী পরিসরে যদি কংগ্রেস সম্পর্কে 'অনাস্থা' তৈরি হয়, তাতে বিজেপিরই লাভ।দীর্ঘ দিন ধরেই আবাস, গ্রাম সড়ক যোজনা, ১০০ দিনের কাজের মতো বেশ কিছু কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া অর্থ নিয়ে দিল্লির বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল। আগের টাকার হিসাব না-দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে বাংলার বিজেপি নেতারা নিয়ম করে পাল্টা বিঁধতেন তৃণমূলকে। ২০২৩ সালে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লি-অভিযান করেছিল তৃণমূল, তখন শুভেন্দু অধিকারীও দিল্লি গিয়ে হিসাবে 'গরমিলের তথ্য' তুলে দিয়ে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাতে। সেই শুভেন্দুই সম্প্রতি বলেছেন, বাংলার দাবি নিয়ে তাঁরাও সরব হবেন, সব কিছুতে রাজনীতি থাকা উচিত নয়। বিরোধী দলনেতা এ-ও বলেছেন, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দিল্লিতে যেতেও তাঁরা প্রস্তুত। অন্য দিকে গ্রাম সড়ক যোজনার কিছু টাকা রাজ্য সরকার পাবে বলেও গুঞ্জন রয়েছে। এই সব কিছুই রাজভবন এবং নবান্নের সম্পর্ক-বদলের ক্ষেত্রে ইঙ্গিতপূর্ণ।

তবে এর পাল্টা যুক্তিও রয়েছে। প্রথমত, দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে যে 'দূরত্ব' রাখছে তৃণমূল এবং সমাজবাদী পার্টি, তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপির সখ্যের কোনও সম্পর্কই নেই। এটা নিতান্তই শরিকি টানাপড়েন। কারণ, বাংলায় তৃণমূল বা উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি। দিল্লিতে 'দোস্তি' , রাজ্যে 'কুস্তি', ব্যাপারটা এত সোজা সরল নয়। কেন্দ্রীয় ভাবে কংগ্রেস আরও দুর্বল হয়ে বিজেপি আরও শক্তিশালী হলে তা বাংলায় তৃণমূলের পক্ষে যাবে না। আরও একটি যুক্তিও উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। তা হল, কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের যে 'বোঝাপড়ার সম্পর্ক' অতি সম্প্রতি নজরে পড়ছে, তার কারণ রাজনৈতিক নয়, প্রশাসনিক। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এর অন্যতম কারণ। পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উত্তেজনার আঁচ পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার চায় না পড়শি দেশের কোনও ঘটনার আঁচ ভারতের কোনও অঙ্গরাজ্যে পড়ুক। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঘটনা আরও বেশি স্পর্শকাতর এই কারণে, রাজ্যের একাধিক জেলার সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারও চাইছে এই পরিস্থিতিতে সমন্বয় রেখে চলতে। আরজি করের মতো ঘটনায় নরেন্দ্র মোদীদের 'নীরবতা' বা বাংলাদেশ নিয়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মতোই চলবেন বলে মমতার ঘোষণা তারই প্রতিফলন। এই সম্পর্কের ছাপই পড়েছে রাজভবন এবং নবান্নের মধ্যেও।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টদশ পর্ব)

যানকে দেবতার নাম অনুসারে কালচক্র যানই বলা হইয়া থাকে। কালচক্রের উপর একখানি পৃথক তন্ত্র লেখা হইয়া হইয়াছিল। ...

কালচক্র দেবতার একটি মূর্তির বিশদ পরিচয় নিষ্পন্নযোগাবলীতে পাওয়া যায়। কালচক্রমণ্ডলে প্রাপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় তাঁহার মূর্তি অক্ষোভ্যের ন্যায় নীলবর্ণ। তাহার (ংরপ) মুখ চারিটি এবং হাত চতুর্বিংশতি। তিনি আলীঢ় আসনে অনঙ্গ এবং রুদ্রদেবতার শয়ান দেহের উপরে নৃত্য করিতে থাকেন। তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম এবং চারিটি মুখে বারটি চক্ষু থাকে। তাঁহার গ্রীবা তিনটি এবং স্কন্ধ ছয়টি। প্রধান হাত চব্বিশটি, তাহার বারটি দক্ষিণে আর বারটি বামে। প্রধান হাতের পর অনেকগুলি গৌণ হাত আছে। সর্বশুদ্ধ প্রধান ও অপ্রধানে মিলাইয়া তাঁহার হাত চব্বিশ সহস্র। মূল হাত অবশ্য চব্বিশটি, এক এক দিকে বারটি করিয়া। এই হাতের রং আবার ভিন্ন ভিন্ন। দক্ষিণ দিকে নীল বর্ণের চারিটি হাতে বজ্র, অসি, ত্রিশূল ও কর্ত্রি থাকে; চারিটি রক্তবর্ণের হাতে অগ্নি, শর, বজ্র এবং অঙ্কুশ থাকে; এবং শুক্ল বর্ণের চারিটি হাতে চক্র, ছুরিকা, দণ্ড এবং পরশু থাকে। সেইরূপ বামদিকে নীলবর্ণ চারিটি হাতে ঘণ্টা, পাত্র, খট্বাঙ্গ ও কপাল থাকে; চারটি রক্তবর্ণ হস্তে ধনু, পাশ, রত্ন এবং পদ্ম থাকে; এবং চারিটি শুক্লবর্ণ হস্তে দর্পণ, বজ্র, শৃঙ্খল এবং ব্রহ্মমুণ্ড থাকে। সংক্ষেপে ইহাই কালচক্রের বিচিত্র মূর্তির বিবরণ। আশ্চর্যের বিষয়, যদিও তাঁহার ধাতু বা প্রস্তর মূর্তি বেশি দেখা যায় না, কাপড়ে আঁকা প্রাচীরচিত্র প্রচুর নেপাল ও তিব্বতে পাওয়া যায়।" (বিনয়তোষ ৪৫)।

বৈরোচন কুলের মুখ্য দেবী হলেন মারীচী। এছাড়া চুন্দা (তিনি পালসম্রাট

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই ফিরবেন হাসিনা, যা বললেন শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। তার দেশত্যাগের পর সংখ্যালঘুদের ওপরে হামলার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশে। যার প্রেক্ষিতে সম্পর্কে টানাপোড়েন বাড়ছে ভারতের সঙ্গে। এরকম পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার হয়ে কথা বললেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই দেশে ফিরবেন শেখ হাসিনা।

মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) এক বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অবৈধ দাবি করে কঠোর সমালোচনা করেন শুভেন্দু অধিকারী। বলেন, শেখ হাসিনাই বাংলাদেশের বৈধ প্রধানমন্ত্রী এবং অচিরেই শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশে ফিরবেন। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে তাকে স্যালুট করে নিয়ে যেতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে চূড়ান্ত নৈরাজ্যের পরিস্থিতি চলছে। বেছে বেছে আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থকারী হিন্দুদের ওপরে হামলা করা হচ্ছে। তাদের মন্দির, দোকান, ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এদের থামানো তো দূরের কথা, মদত দিচ্ছে ড. ইউনূস সরকার। অথচ বাংলাদেশ ভারতের ওপরে নির্ভরশীল। ভারত পণ্য না পাঠালে ভাত-কাপড় জুটবে না। ঝাড়খণ্ডের বিদ্যুৎ না পেলে আঁধারে ডুববে বাংলাদেশ। কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় আমরা জানি। তারা আবার কলকাতা দখলের ডাক দিচ্ছে। এটা হিন্দুদের অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াই। এই লড়াই ধর্মরক্ষার লড়াই।

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। এরপর রাষ্ট্রপতি সরকার ভেঙে দিলে আওয়ামী লীগের টানা প্রায় ১৬ বছরের শাসনের অবসান হয়। এর তিন দিন পর ৮ আগস্ট শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ শপথ গ্রহণ করেন।

৩ পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী: বর্তমানে ভারত অগ্রসর হচ্ছে তার নিজস্ব জ্ঞান, ঐতিহ্য এবং বর্ষপ্রাচীন শিক্ষার ভিত্তিতে

জন্মবার্ষিকী পালন করে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানটি উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয় গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে, যার সাক্ষী থেকেছিলেন দেশ বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত। শ্রী মোদী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, গুজরাট সরকার এখন গুজরাটের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্কের স্মৃতিতে স্বামী বিবেকানন্দ ট্যুরিস্ট সার্কিট নির্মাণের নীল নকশা প্রস্তুত করছে।

স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞানের বড় সমর্থক ছিলেন, এই কথায় জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের গুরুত্ব শুধু কোনো জিনিসের অথবা ঘটনার বিবরণে সীমিত নয় বরং বিজ্ঞানের গুরুত্ব আমাদের অনুপ্রাণিত করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের উপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন যে, ভারতের পরিচিতি স্বীকৃত হয়েছে অনেক সাফল্যের কারণে, যেমন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যে পদক্ষেপ, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে আধুনিক নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক সমস্যায় ভারতের সমাধানসূত্র দেওয়ার ঘটনায়। তিনি আরও বলেন, আজকের ভারত এগিয়ে চলেছে তার জ্ঞান, ঐতিহ্য এবং শতাব্দী প্রাচীন শিক্ষার ভিত্তিতে। শ্রী মোদী বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন একটি দেশের মেরুদণ্ড তার যুবশক্তি"। যুবশক্তি বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এটাই সময় এবং আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারত বর্তমানে অমৃতকালের নতুন যাত্রা শুরু করেছে এবং উন্নত ভারত গড়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই লক্ষ্যপূরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, "ভারত বিশ্বের মধ্যে তরুণতম দেশ"। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে ভারতের যুবসমাজ তাদের সক্ষমতা এবং দক্ষতা প্রমাণ করেছে বিশ্বে এবং ভারতের যুবশক্তি বিশ্বের বড় বড় কোম্পানীতে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং ভারতের উন্নয়নের ভার নিয়েছে। বর্তমানে দেশের কাছে সময় ও সুযোগ আছে জানিয়ে শ্রী মোদী দেশ গঠনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যুবসমাজকে প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো রাজনীতিতেও দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে আমাদের যুবসমাজের। এই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ২০২৫-এর ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী যা যুব দিবস হিসেবে পালন করা হয়, সরকার সেদিন দিল্লিতে ইয়াং লিডার্স ডায়ালগের আয়োজন করছে। তিনি আরও জানান, দেশের নির্বাচিত ২ হাজার যুবাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং দেশের কয়েক কোটি যুবা এতে অংশ নেবেন। তিনি আরও বলেন, যুবসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত এক ভারতের সংকল্প নিয়ে আলোচনা হবে এবং রাজনীতির সঙ্গে যুবসমাজকে যুক্ত করার পথদিশা প্রস্তুত করা হবে। শ্রী মোদী আগামী দিনে ১ লক্ষ প্রতিভাশালী এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর যুবাকে রাজনীতিতে আনতে সরকারের সংকল্পকে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই যুবরা একবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় রাজনীতিতে হবে নতুন মুখ এবং দেশের ভবিষ্যৎ।

আধ্যাত্মিকতা এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন - বিশ্বকে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দুটি ভাবনার মধ্যে মিলন ঘটিয়ে আমাদের আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়শই জোর দিতেন আধ্যাত্মিকতার বাস্তব দিকটির উপর এবং চাইতেন সেই আধ্যাত্মিকতা যা সমাজের প্রয়োজন মেটাবে। তিনি আরও বলেন যে, ভাবনার পবিত্রতার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ জোর দিতেন পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার উপর। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে, সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক কল্যাণ এবং পরিবেশ রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই লক্ষ্যে পৌঁছতে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন আমাদের পথ প্রদর্শন করবে। আধ্যাত্মিকতা এবং সুস্থায়িত্ব দুটিতেই ভারসাম্য রাখা জরুরি জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, একটি মনের ভারসাম্য রক্ষা করে অন্যটি আমাদের পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা দেয়। শ্রী মোদীর বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ মিশনের মতো প্রতিষ্ঠান মিশন লাইফ, এক পেড় মা কে নাম-এর মতো আমাদের অভিযানকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের সাহায্যেই এটা আরও প্রসারিত করা যায়।

শ্রী মোদী বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন ভারত যেন শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভরশীল দেশ হয়ে ওঠে"। শ্রী মোদী বলেন, তাঁর সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যেই দেশ এখন এগিয়ে চলেছে। ভাষণের সমাপ্তিতে তিনি জোর দিয়ে বলেন, যথাশীঘ্র সম্ভব এই স্বপ্ন পূরণ করতে হবে এবং শক্তিশালী ও সক্ষম ভারত মানবতাকে আবার নতুন দিশা দেখাবে। তিনি বলেন, এই জন্য দেশের প্রত্যেক নাগরিককে গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনাকে আত্মস্থ করতে হবে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যে কোনো পুজোয় হোক না কেন সব পুজোতে পুজোর একটা রীতি নীতি বা আচার অনুষ্ঠান থাকে ভিন্ন ভিন্ন। আর থাকে বিভিন্ন রকমের মন্ত্র ও নিয়ম। আমাদের সেই মন্ত্র সঠিকভাবে ও সঠিক সময়ে পালন অর্থাৎ উচ্চারণ করে বলাটাই হল একটু জটিল কাজ। প্রত্যেক দেবদেবীর একটা নিজস্ব কিছু রীতি নীতি মন্ত্র ইত্যাদি থাকে। পুজোর সময় সঠিক ভাবে পুজো করাটাও একটা মহৎ কাজ। মা লক্ষীর পুজোতে পুজোর মন্ত্র পরে সুষ্ঠ ভাবে করতে হয় বা করা উচিত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

অভিষেকের সাথে কাটানো যে মুহূর্তের কথা ফাঁস করলেন নিমরত!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বেশ কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, দাম্পত্যের ইতি টানছেন বলিউডের চর্চিত তারকা জুটি অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। শোনা যাচ্ছে, তাদের দাম্পত্যে দূরত্বের কারণ নাকি অভিনেত্রী নিমরত কৌর! 'দসভি' ছবির শ্যুটিং-এর সময় নাকি নিমরতের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান অভিষেক।

এমন খবর চাউর হতেই অবাক বনে যান অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার অনুরাগীরা। সে থেকেই জল্পনা, অভিষেক-নিমরতের প্রেম এতই গভীর যে ঐশ্বরিয়াকে ছাড়তেও পিছপা হচ্ছেন না জুনিয়র বচ্চন।

এরই মধ্যে আগুনে ঘি ঢাললেন নিমরত। জুনিয়র বচ্চনের সঙ্গে কাটানো গোপন সময় নিয়ে সব জানালেন নায়িকা। তার কথায়, 'অভিষেক সব জানে'! নিমরতের কথায়, 'অভিষেক খুব খেতে ভালোবাসে। ওর সঙ্গে সময় কাটাতে দারুণ মজা হয়। কারণ ও খেতে যেমন ভালোবাসে তেমন খাওয়াতেও ভালোবাসে। কোন শহরের কোন রেস্তোরাঁ কীসের জন্য জনপ্রিয় সব তালিকা নাকি রয়েছে অভিষেক বচ্চনের কাছে।'

ফলে অভিষেকের সঙ্গে থাকলে খুব মজায় সময় কাটে বলে জানান নিমরত। তাতেই বোঝা যায় তাদের এই রসায়নটা এখন পর্দার বাইরেও দারুণ।

তবে বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে নিমরতের সঙ্গে অভিষেকের নাম জড়ানো নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অভিনেত্রী। কারণ তিনি বলেন কোনও গুঞ্জনে তিনি বিশ্বাস করেন না এবং তাকে গুরুত্ব দিতে চান না।

ইমতিয়াজ আলীর পরিচালনায় বলিউডে ফাহাদ ফাসিল, নায়িকা তৃপ্তি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ভারতের অন্যতম শক্তিশালী অভিনেতা ফাহাদ ফাসিল। দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রিতে তার জনপ্রিয়তাও তুঙ্গে। বিশেষ করেপুষ্পা ছবিতে খলনায়ক চরিত্রে তার অভিনয় দেখে কুর্নিশ জানিয়েছেন ভক্ত থেকে সমালোচকেরাও। এবার পরিচালক ইমতিয়াজ আলির হাত ধরে বলিপাড়ায় পা রাখতে চলেছেন এই অভিনেতা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ইমতিয়াজের পরবর্তী ছবির নায়ক ফাহাদ ফাসিল। সিনেমায় তার বিপরীতে দেখা যাবে তৃপ্তি দিমরিকে। সূত্রের খবর, গত কয়েক মাস ধরেই এই প্রজেক্ট নিয়ে ইমতিয়াজ ও ফাহাদের একাধিক বৈঠক হয়েছে। ছবির কাগজপত্রে সই নাকি হয়ে গেছে। কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটাই বাকি! শোনা যাচ্ছে, ইমতিয়াজের এই নতুন ছবি হবে প্রেমের গল্পের ঘরানার-ই। তবে তার মধ্যেও কিছু টুইস্ট থাকবে। বর্তমানে চিত্রনাট্যে শেষমুহূর্তের ঘষামাজা করছেন ইমতিয়াজ। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৫-এর প্রথম দিকেই ছবির শুটিং শুরু হয়ে যাবে।

পরিচালনার পাশাপাশি এই ছবির প্রযোজনার দায়িত্বও সামলাবেন ইমতিয়াজ। তার প্রযোজনা সংস্থার নাম 'উইন্ডো সিট ফিল্মস'। এর আগেও ইমতিয়াজ প্রযোজিত ছবি 'লয়লা মজনু'তে কাজ করেছেন তৃপ্তি। কিন্তু পরিচালনায় কাজ করবেন এই প্রথমবার। 'পুষ্পা '-য় আইপিএস আধিকারিক ভৈরোঁ সিংহ শেখাওয়াতের চরিত্রে ফহাদকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ওই ছবির নায়ক আল্লু অর্জুনও। খোলাখুলি বলেছিলেন, এই মুহূর্তে দেশের সেরা অভিনেতাদের অন্যতম ফহাদ। তার অভিনয়ের স্টাইলে আমি মুগ্ধ। কোনও প্রম্পটার ছাড়াই অভিনয় করেন। তেলুগু ভাষা জানেন না। ফলে নিজের সংলাপ লিখে নিয়ে বারবার তা পড়তে থাকেন। তারপর পর্দায় এমনভাবে সংলাপ বলেন, যেন তেলুগু তার মাতৃভাষা!

এবার শুটিং সেটে ঢুকে সালমান খানকে হুমকি

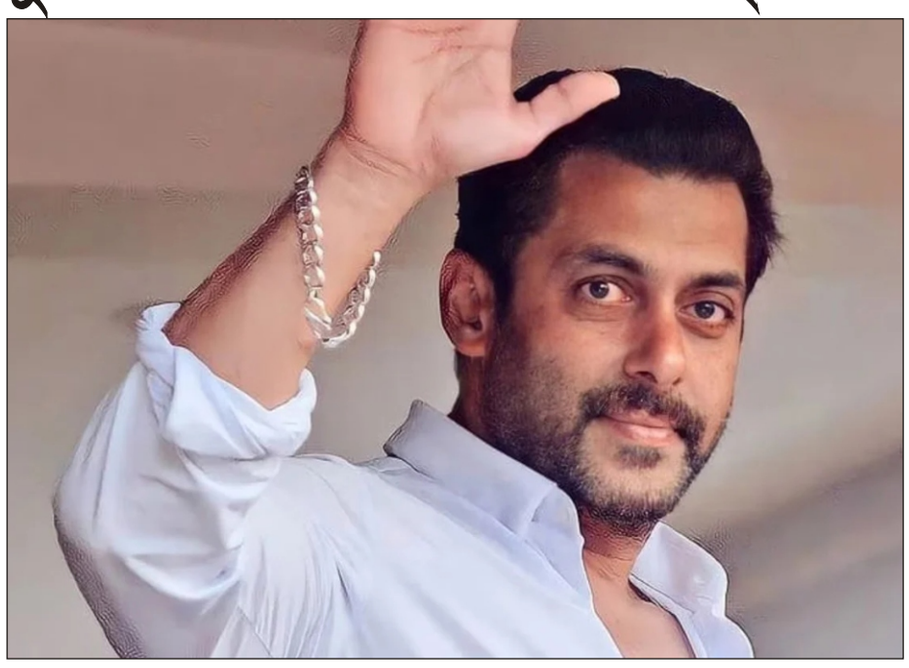

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেতা সালমান খানকে আবারও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ গ্যাংস্টার লরেন্স বিশ্নোইয়ের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তবে এবার আর টেলিফোন বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নয়। সরাসরি শুটিংয়ের সেটে ঢুকে!

বুধবার রাতে মুম্বাইয়ের দাদর এলাকার জোন-৫-এ সালমানের শুটিং লোকেশনে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ঢুকে পড়েন। সে সময় বলিউড তারকা নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ সূত্রের খবর, সেটে উপস্থিত নিরাপত্তারক্ষীরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে ওই ব্যক্তি লরেন্সের নাম করে হুমকি দেন। এর পর তাকে আটক করা হয়। পরে শিবাজি পার্ক থানার পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগে মহারাষ্ট্রের এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকিকে গুলি করে খুন করা হয় মুম্বইয়ের বান্দ্রায়। সেই খুনের ঘটনায় বিশ্নোই গোষ্ঠীর নাম জড়ায়। লরেন্স গুজরাতের জেলে বন্দি। তার ভাই আনমোল বিদেশে। সেখান থেকেই তিনি এই হত্যার ছক কষেছিলেন বলে অভিযোগ। এনআইএ তার মাথার দাম ঘোষণা করেছে ১০ লক্ষ টাকা। আনমোলকে দেশে ফেরানোর প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। অভিযোগ, সিদ্দিকি খুনের পরেই সলমনকে নতুন করে পর পর কয়েক বার খুনের হুমকি দিয়েছে বিশ্নোই গোষ্ঠী। কখনও পাঁচ কোটি, কখনও দু'কোটি টাকা দাবি করা হয় তাঁর কাছ থেকে।

তবে সলমনের উপর বিশ্নোই গোষ্ঠীর ক্ষোভ পুরনো। ১৯৯৮ সালে রাজস্থানে কৃষ্ণসার এবং চিঙ্কারা হত্যার অভিযোগ ওঠার পর থেকেই ওই গোষ্ঠী বলিউড অভিনেতাকে হুমকি দিয়ে আসছে। তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি বিশ্নোইদের। কিন্তু সলমন তা করেননি। ফলে সময় যত এগিয়েছে, ক্ষোভ ততই বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে এ বার সরাসরি হুমকি পেলেন বলিউডের 'ভাইজান'।

'কোলাবেরি ডি' এখনো 'তাড়া করে' ধানুষকে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

কেটে গেছে ১২ বছর। 'থ্রি' সিনেমার জনপ্রিয় ও ভাইরাল গান 'হোয়াই দিস কোলাভারি ডি?' ধানুষের গাওয়া সেই গান এখনো মানুষের মনে স্পষ্ট। এখনও অভিনেতা-প্রযোজককে ওই গান নিয়ে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, ওই গান এখনো তাকে 'তাড়া করে'।

এক অনুষ্ঠানে ধানুষের 'কোলাভারি ডি' গাইতে বলা হয় এবং এই গানটি কী ভাবে তৈরি হয়েছিল সেটি জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি খুব হতবাক হয়ে বলেন, 'কোলাভারি ডি... এই গানটা এখনও আমাকে তাড়া করে বেড়ায়।' এর পরেই তিনি হাসতে থাকেন। তিনি জানান গানটি 'এত রাতে' তৈরি হয়েছিল যে তাঁরা সকালে সেটির ব্যাপারে ভুলেও গিয়েছিলেন।

ধনুষ বলেন, 'আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে একটা আইকন দেখতে পাই লেখা 'কোলাভারি ডি'। সেটি খুলি এবং তারপর আমাদের মনে পড়ে যে এটা তো তৈরি করেছিলাম। গান তৈরি করে সেটি ভুলেই গিয়েছিলাম। মজা হয়েছিল, কিন্তু কখনও ভাবিনি এটা এত বড় সেনসেশন হয়ে উঠবে। এগুলো পরিকল্পনা করে হয় না, ঈশ্বরের কৃপায় হয়...।'

মঞ্চে কয়েক লাইন তাকে এই গান গাইতেও শোনা যায়।

৫১ বছরেও তারুণ্য ধরে রাখার রহস্য জানালেন মালাইকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

এরই মধ্যে বয়স পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা আরোরা। তবে তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই! যেখানে মধ্য চল্লিশেই বহু নায়িকার চোখে মুখে এবং চেহারায় বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করে, সেখানে ৫১ বছরের মালাইকা এখনও দিব্যি ঝরঝরে। কখনও অনায়াসে শীর্ষাসন করছেন, কখনও বালু সৈকতে বিকিনি পরে ফটোশ্যুট করছেন। নিয়মিত জিমে যান তিনি। আবার পাশাপাশি চলে তার নিত্য কাজ- নাচের অনুষ্ঠানের বিচারকের দায়িত্ব পালন। এর মধ্যেই কখনও কখনও ট্রেনে চেপে বেড়াতেও বেরিয়ে পড়েন মালাইকা। তবে যেখানেই যান বা যে কাজই করুন মালাইকার সঙ্গে থাকে সুস্বাদু সব খাবার। ভক্তরা প্রায়শই মালাইকার খাওয়া-দাওয়া দেখে প্রশ্ন করেন, এত কিছু খেয়েও তিনি ফিট থাকেন কী করে! অনুরাগীদের সেই কৌতুহল অবশেষে মেটালেন মালাইকা। ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি জানিয়েছেন, সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তার খাবারের তালিকায় কী কী থাকে। কারণ, গুণীজনেরা বলে গেছেন, 'ইউ আর হোয়াট ইউ ইট' অর্থাৎ 'আপনি আপনার খাদ্যাভ্যাসেরই প্রতিফলন।'

মালাইকার ভিডিও শুরু হয় সকাল ১০টা থেকে। সেই সময় নিজের বাড়িতেই থাকেন মালাইকা। তবে তার মুখের মেকআপ বলছে, এর পরেই হয়তো তিনি বেরে হবেন। তার আগে তিনি চুমুক দিয়ে নিচ্ছেন একটি পানীয়ে। মালাইকা বলছেন, "১০টা বাজে, এখন আমার এবিসি জুস খাওয়ার সময়।"

আপেলের এ, বিটরুটের বি আর সি হল ক্যারট অর্থাৎ গাজর। মালাইকা জানিয়েছেন, তিনি ওই ফল এবং সব্জির রস খান আদার রস সহযোগে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আপেল, আদা, বিট এবং গাজরের রসে রয়েছে এমন সব উপাদান, যা শরীরকে দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। সকালে এই ফলের রস শরীরকে বাড়তি কাজের ক্ষমতাও দেয়।

দুপুর ১২টায় মালাইকাকে দেখা যায় অ্যাভোকাডো টোস্ট খেতে। তবে মালাইকার টোস্টে পাউরুটি নেই। অ্যাভোকাডোরই দুটি মোটা পরতের মাঝে ডিম অথবা চিকেন দিয়ে তৈরি ওই টোস্টকে মলাইকা বলছেন, "আমার দুপুরের প্রিয় স্ন্যাক।"

মালাইকার পরের খাবার খাওয়ার সময় দুপুর আড়াইটা। দুপুরে মালাইকার মেনুতে খিচুড়ি। হাতে বাটি ভর্তি খিচুড়ি নিয়ে অভিনেত্রী বলেছেন, "আমার প্রিয় খাবার হল খিচুড়ি। দারুণ লাগে। অনেক সব্জি, ডাল দিয়ে তৈরি পুষ্টিগুণে ভরপুর একটা খাবার।"

দুপুরের খাবার খাওয়ার আড়াই ঘণ্টা পর ফল খান মালাইকা। ঠিক বিকাল ৫টায়। তবে বলিউডের অভিনেত্রীর ফলের কৌটায় দেশীয় ফলের জায়গা নেই। কৌটা ভর্তি চেরি আর ব্লুবেরি খেতে খেতে মলাইকা বলেছেন, "বিকাল ৫টায় আমার ফল চাই। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরা চেরি আর ব্লুবেরি।"

তারপর? মালাইকা তার খাবারের রুটিনের ভিডিও আর বেশি এগিয়ে নিয়ে যাননি। ১০টা থেকে ৫টাতেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তবে একইসঙ্গে ভক্তদের কাছে জানতে চেয়েছেন, আমি ওই ভিডিওর একটা দ্বিতীয় পার্ট পোস্ট করব কি?

আফগানিস্তানে নারীদের শিক্ষার অধিকার ফেরানোর আহ্বান রশিদ-নবীর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

নতুন করে ২০২১ সালের আগস্টে ক্ষমতায় আসার পর নারী শিক্ষায় একের পর এক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আসছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। শুরুতে নারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় বাধা দেন তারা।

যদিও চিকিৎসা খাতে কিছুটা শিথিল ছিল এই আইন। তবে এবার মেয়েদের নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণের ইনস্টিটিউটগুলো বন্ধ করার ঘোষণাও এসেছে। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিবাদ জানিয়েছেন আফগানিস্তানের দুই তারকা ক্রিকেটার রশিদ খান ও মোহাম্মদ নবী।

এমনিতেই দেশটিতে নারীদের খেলাধুলা নিষিদ্ধ। যার ফলে আইসিসির পূর্ণ সদস্যের দেশ হিসেবে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে আফগানিস্তান। যে কারণে তাদের বিপক্ষে কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে রাজি নয় অস্ট্রেলিয়া। এবার নারীদের আরও একটি শিক্ষার দুয়ার বন্ধ করে দিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ল তালিবান সরকার।

রশিদ ইনস্টাগ্রামে লেখেন, "ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু হলো শিক্ষা। নারী ও পুরুষের জ্ঞান অন্বেষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনেও শিক্ষার

গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং দুটি লিঙ্গেরই সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তানে মা-বোনদের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসার ইনস্টিটিউটগুলো বন্ধ করার খবরে আমি খুবই হতাশ ও দুঃখ প্রকাশ করছি। এই সিদ্ধান্ত শুধু তাদের ভবিষ্যৎই নয়, সমাজের সামগ্রিক কাঠামোকেও গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের যন্ত্রণাময় অনুভূতিগুলো আমাদের সামনে সংগ্রামের করুণ চিত্র তুলে ধরে।"

"আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আফগানিস্তান একটি সংকটময় সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রতিটি খাতে পেশাদার মানুষের খুব প্রয়োজন, বিশেষ করে চিকিৎসা খাতে। নারী চিকিৎসক ও নার্সদের তীব্র সংকট খুব দুশ্চিন্তার, যা সরাসরি নারীদের স্বাস্থ্যসেবা ও মর্যাদার ওপর প্রভাব ফেলে। পেশাদারদের মাধ্যমে আমাদের মা-বোনদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া জরুরি, যারা তাদের প্রয়োজনটা বুঝতে পারেন। আমি তাই সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করছি। তাতে আফগান নারীরা শিক্ষার অধিকার ফিরে পাবে এবং জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। সবার শিক্ষার অধিকার শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয় বরং এটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা যা আমাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।"

এরপর প্রতিবাদ জানিয়ে মোহাম্মদ নবী লেখেন, "চিকিৎসা খাতে নারীদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ করা শুধু হৃদয়বিদারক নয়, ভীষণ অবিচারও। ইসলাম সব সময়ই সবার শিক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছে এবং ইতিহাসেও এমন প্রেরণাদায়ক প্রচুর উদাহরণ আছে, যেখানে নারীরা জ্ঞানের মাধ্যমে অনেক প্রজন্মে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।"

"তালিবানকে আমি এসব মূল্যবোধে গুরুত্ব দেওয়ার অনুরোধ করছি। নারীদের শিক্ষা এবং নিজের জনগণকে তাদের সেবা করার সুযোগকে অস্বীকার করার অর্থ হলো তাদের স্বপ্ন এবং আমাদের জাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। আমাদের মেয়েদের পড়তে দিন, বেড়ে উঠতে দিন এবং সবার জন্য আরও ভালো আফগানিস্তান তৈরি করুন। এটা তাদের অধিকার এবং তা রক্ষার দায়িত্বটা আমাদের।"

বিতর্কিত মন্তব্যে সাবেক অজি তারকাদের তোপের মুখে গাভাস্কার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বিতর্কিত মন্তব্য করা যেন এক প্রকার নেশা হয়ে গেছে সুনিল গাভাস্কার। অতীতে বহুবার বিতর্কিত মন্তব্য করে রোষানলে পড়তে হয়েছে তাকে। এবার অস্ট্রেলিয়ান পেসার জশ হ্যাজলউডের চোটের ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করায় গাভাস্কারের ওপর চটেছেন সাবেক অজি ক্রিকেটাররা।

সাইড স্ট্রেনের চোটে পড়ায় আসন্ন অ্যাডিলেড টেস্টে খেলা হচ্ছে না জশ হ্যাজলউডের। তার এমন চোটের ঘটনায় রহস্য খুঁজেছিলেন গাভাস্কার। সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক বলেছিলেন, অজি শিবিরে নার্ভাসনেসটা স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। পুরোনো ক্রিকেটাররা যেভাবে এই বিষয়টা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে এখন ব্যাটারদের কিছু করার দায়িত্ব নিতে হবে।

গাভাস্কার বলেন, সাইড স্ট্রেনের চোটে পড়ে হ্যাজলউড দ্বিতীয় টেস্ট এবং সম্ভবত পুরো সিরিজেও দলের বাইরে থাকবেন। আশ্চর্যের বিষয়, যেহেতু সেই গণমাধ্যমের সামনে হ্যাজলউড কিছু একটা বিতর্কিত কথা বলেছিলেন। রহস্য, রহস্য- যা এর আগে ভারতীয় ক্রিকেটে প্রচলিত ছিল। এখন এটি অস্ট্রেলিয়ার দেখা যাচ্ছে। পুরানো ম্যাকডোনাল্ডের মতো, আমি কেবল এটি পছন্দই করে যাচ্ছি।

গাভাস্কারের এমন কথার জবাবে সাবেক অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ ইএসপিএন ক্রিকইনফোর এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, এটি আসলে আর খোঁচার পর্যায়ে নেই। গাভাস্কার গুজব সৃষ্টি করে তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। বিষয়টি অনেক মজার, কারণ প্রথম টেস্টে অনেকটা সময় তার সাথে ছিলাম। সেখানে এমন কিছু তাকে বলতে দেখিনি। বর্তমান অজি দলের প্রতি তিনি সম্মান দেখাচ্ছিলেন। এখন এসে এসব কথা বলছেন।

আরেক অজি রায়ান হ্যারিস বলেছেন, আমি শুনেছি গাভাস্কার সাহেব এখানে চক্র বা দ্বন্দ্বের আন্দাজ করেছেন। আসলে এটা পুরোপুরি রাবিশ। অস্ট্রেলিয়াতে এমন কিছুই হয় না। তবে আমি জানি ভারতে এমনটা হয়ে থাকে। আমি ভারতে থেকেছি। এখানে কোনো প্রকার রাজনীতি নেই এবং হ্যাজলউড যে কথাটি বলেছে, সেজন্য তাকে ম্যাচ মিস করতে হবে ব্যাপারটি এরকমও নয়।

এমবাপ্পে-বেলিংহামের নৈপুণ্যে জয়ে ফিরল রিয়াল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে পেনাল্টি মিস করে সমর্থকদের 'কাঠগড়ায়' দাঁড়িয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তার শাস্তি হিসেবেই হয়তো এবার এমবাপ্পেকে পেনাল্টি নিতে দিলেন না রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্পটকিক থেকে গোলের দেখা পেলেন জুড বেলিংহাম। পরে অবশ্য গোল করেছেন এমবাপ্পে নিজেও। আর তাতে ভর করে হেতাফেকে ২-০ গোলে জিতেছে লস ব্ল্যাঙ্কোসরা।

ম্যাচের শুরু থেকে প্রতিপক্ষের ওপর চড়াও হয় রিয়াল। তবে গোলের মুখ দেখতে তাদের অপেক্ষায় থাকতে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। পেনাল্টি থেকে গোল করার সময় গেতাফের গোলরক্ষককে ধোঁকা দেন বেলিংহাম। পানেনকা কিকে পরাস্ত হয়ে গোলরক্ষক দাভিদ সুরিয়া ডান দিকে পড়ে যান। বল ধীরে ধীরে জালে জড়িয়ে যায়।

পেনাল্টি না নিতে পারার কষ্ট অবশ্য মিনিট আটেক পরেই পুষিয়ে নেন এমবাপ্পে। বেলিংহামের পাসে বল বক্সে পেয়ে বাঁকানো শটে জালে জড়িয়ে দেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। ২ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় রিয়াল।

বিরতির পর পেনাল্টির আবেদন করেছিল রিয়াল। কিন্তু ভিএআর দেখে তা বাতিল করে দেন রেফারি। পরে ফেদে ভালভার্দের এক শট ঠেকিয়ে দেন হেতাফের গোলরক্ষক। এমবাপ্পেও সুযোগ মিস করেন। ড্রিবলিংয়ে গোলরক্ষককে বোকা বানিয়ে ফাঁকা পোস্টে বল জড়াতে পারেননি তিনি। পরে আরও দুইবার সুযোগ নষ্ট করেন এমবাপ্পে। তবে এতে তার দলের জয় পেতে কোনো সমস্যা হয়নি।

১৪ ম্যাচে রিয়ালের সংগ্রহ এখন ৩৩ পয়েন্ট। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে মাত্র ১ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে আনচেলত্তির দল। তবে বার্সার চেয়ে রিয়াল এক ম্যাচ কম খেলেছে। তিনে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদ ১৫ ম্যাচে সংগ্রহ করেছেন ৩২ পয়েন্ট।

ইতালির অধিনায়কের দায়িত্বে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার জো বার্নস। মৃত ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই ইতালির হয়ে ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গত জুন মাসে তিনি দেশটির হয়ে ক্রিকেট ক্যারিয়ারও শুরু করেন। এবার ইতালির অধিনায়কের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে বার্নসকে। এর আগে চলতি বছরের মে মাসে অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে ইতালিতে পাড়ি জমান ৩৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার। তার জন্ম ব্রিসবেনে হলেও, মা ইতালিয়ান বংশোদ্ভুত। ইতালির নেতৃত্ব পাওয়া প্রসঙ্গে বার্নস জানিয়েছেন, 'আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইতালির নেতৃত্ব পেয়ে আমি অনেক সম্মানিতবোধ করছি।'

তিনি আরও জানান, 'আমার জন্য এটি হচ্ছে পরিবারের শেকড়ে ফিরে আসা। ইতালিয়ান ক্রিকেটের দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমি তাদের এই অগ্রগতিতে অবদান রাখতে চাই। দলের সতীর্থদের সঙ্গে মিলে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ ও ভক্তদেরও গর্বিত করতে চাই আমাদের পারফরম্যান্সে।'

বার্নস এখন পর্যন্ত ইতালির হয়ে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন, যেখানে ৭০.৩৩ গড় এবং ১৪৪.৫২ স্ট্রাইকরেটে ২১১ রান করেন তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য গ্রুপ 'এ'র উপ-আঞ্চলিক বাছাইয়ে রোমানিয়ার বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে তিনি খেলেন ৫৫ বলে ১০৮ রানের ইনিংস। এ ছাড়া ফ্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টেও বার্নসের মনোযোগ রয়েছে। সংযুক্ত আরব-আমিরাতের টুর্নামেন্ট আইএলটি-২০ এর দুবাই ক্যাপিটালস ফ্যাঞ্চাইজি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তার সঙ্গে। উল্লেখ্য, বার্নস অস্ট্রেলিয়া দলের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন ২০২০ সালের ডিসেম্বরে। ২৩ টেস্টে চার সেঞ্চুরি ও সাত হাফসেঞ্চুরিতে ১ হাজার ৪৪২ রান করেছেন জো বার্নস। এ ছাড়া ৬টি ওয়ানডে খেলেছেন তিনি। ওয়ানডে অভিষেকেই পেয়েছিলেন হাফসেঞ্চুরির দেখা। যদিও পরে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে না পারায় দল থেকে বাদ পড়েন।

২০ ওভারে ৩৪৯ রান, টি-টোয়েন্টিতে নতুন বিশ্বরেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

টি-টোয়েন্টিতে রানের উৎসব যেন আপাতত থামছেই না। চলতি বছরেই একাধিকবার দেখা গেল ২০ ওভারের ক্রিকেটে রানের রেকর্ড ভাঙা-গড়ার উৎসব। ভারত বাংলাদেশের বিপক্ষে করেছে ২৯৭ রান। যেটা ছিল টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর জন্য সর্বোচ্চ। এরপরেই জিম্বাবুয়ে নিজেদের স্কোরবোর্ডে তুলেছিল ৩৪৪ রান। যেটা টি-টোয়েন্টির যেকোন পর্যায়েই সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। এবার সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল ভারতের সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফির সিকিম ও বারোদার ম্যাচ। সিকিমের বিপক্ষে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে ৩০০ রান তুলেছে বারোদা। মাত্র ১৭.২ ওভারেই এই ল্যান্ডমার্ক স্পর্শ করে বারোদা। শেষ পর্যন্ত তারা থামে ৩৪৯ রানে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যা টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে দলীয় সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ড। সিকিমের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে বেশ কিছু রেকর্ডই নিজেদের করে নিয়েছে বারোদা। দুই ওপেনার শ্বাশত রাওয়াত এবং অভিমন্যু সিং রাজপুত ৫ ওভারেই তোলেন ৯২ রান। পাওয়ারপলের আগেই আসে দলীয় শতরান। তিনে নামা ভানু পানিয়া এরপর শুরু করেন ধ্বংসযজ্ঞ। ৪২ বলে সেঞ্চুরি আর ইনিংস শেষে তিনি অপরাজিত থাকেন ৫১ বলে ১৩৪ রান নিয়ে। তার এই ইনিংসের সুবাদেই বারোদা টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে দ্রুততম দলীয় দুইশ রানের বিশ্বরেকর্ড গড়ে। মাত্র ১০.৩ ওভারেই দুইশ পূর্ণ করে দলটি। ১৮তম ওভারে ইতিহাসের মাত্র তৃতীয় দল হিসেবে ৩০০ রান স্কোরবোর্ডে জমা করে বারোদা। ২০২৩ সালে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে নেপালের ৩১৪ এবং চলতি বছর গাম্বিয়ার বিপক্ষে জিম্বাবুয়ের ৩৪৪ রানের রেকর্ড টপকে ২০ ওভারে ৩৪৯ রানে থামে বারোদার ব্যাটিং ঝড়। এমন বিশাল স্কোরের পথে অবশ্য আরও একটা রেকর্ড গড়েছে বারোদা। পুরো ইনিংসে তারা হাঁকিয়েছে ৩৭ ছক্কা। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ছক্কার নতুন রেকর্ড এটি। এর আগে জিম্বাবুয়ে গাম্বিয়ার বিপক্ষে হাঁকিয়েছিল ২৭ ছক্কা। বারোদার ইনিংস ছাপিয়ে গেছে তাদেরও।

সেই মডেলেই হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

হাইব্রিড মডেলেই হতে যাচ্ছে ফেব্রুয়ারি-মার্চের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। সে জন্য পাকিস্তানের দেয়া ভারত-পাকিস্তান চিরস্থায়ী হাইব্রিড বন্দোবস্ত মেনে নিচ্ছে বিসিসিআই। যার অর্থ, এখন থেকে আইসিসি ও এসিসির টুর্নামেন্টে দুই দেশ নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলবে।

আট দলের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পুরো আসর দেশে আয়োজন করতে চেয়েছিল পকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু পাকিস্তানে দল পাঠাবে না বলে গো ধরেছে ভারত। তারা হাইব্রিড মডেলে আয়োজনের প্রস্তাব দেয়। শুক্রবার আইসিসির সভায় দুই শর্তে ওই মডেলে পাকিস্তান রাজিও হয়েছে। একটি শর্ত হলো ২০৩১ সাল পর্যন্ত আইসিসির কোনো টুর্নামেন্ট খেলতে ভারতে যাবে না পাকিস্তান। ভারতে আয়োজিত টুর্নামেন্টগুলোতে তাদের ম্যাচও হবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। পিসিবি যার নাম দিয়েছে পার্টনারশিপ মডেল।

দ্বিতীয় শর্তটি হলো- চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নিরপেক্ষ ভেন্যুতে হওয়া ম্যাচের নিরাপত্তার দায়িত্ব পিসিবি নেবে না। নিরাপত্তার ব্যবস্থা, দায় ও দায়িত্ব নিতে হবে আইসিসির। পিসিবির এমন শর্তে তাৎক্ষণিক রাজি হয়নি ভারত। আইসিসির সভায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আলোচনা শুরুতেই একপ্রকার শেষ হয়ে যায়। কারণ ২০৩১ সাল পর্যন্ত আইসিসির চারটি টুর্নামেন্ট হবে ভারত। এর মধ্যে আছে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপ এবং ২০৩১ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ২০২৫ সালে এশিয়া কাপ ও নারীদের বিশ্বকাপ এবং ২০২৯ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির একক আয়োজক ভারত।

সভা শেষে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বলেন, 'বেশি কথা বলব না। এতে আলোচনা পণ্ড হতে পারে। শুধু বলব, শেষ পর্যন্ত যেন ক্রিকেটের জয় হয়। মডেল যাই হোক, তাতে সমতা থাকতে হবে।' পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন পরে দাবি করেছে, পিসিবির প্রস্তাবে রাজি হয়েছে বিসিসিআই। তারা পরবর্তী টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের ম্যাচ নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আয়োজনে সম্মত। তবে মৌখিক আশ্বাস নয়, আইসিসি থেকে চূড়ান্ত নিশ্চয়তা চায় পিসিবি। বিষয়টি নিয়ে পিসিবির একটি সূত্র ডনকে বলেছে, 'আগেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, যার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আইসিসিকে তাই পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে হবে।'

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR